দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মাধ্যমিকে উপবৃত্তি বিতরণে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে

॥ নিজামুল হক ॥

মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ ও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসছে।

বর্তমান নীতিমালায় একজন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি পেতে হলে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর, শ্রেণীকক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিত থাকতে হয়। সরকারি, বেসরকারি ভাবে সংগৃহীত তথ্যে দেখা গেছে, দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা ৭৫ শতাংশ শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকতে পারলেও পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে ব্যর্থ হয়। বিত্তশালী পরিবারের সন্তানদের প্রাইভেট বা কোচিংয়ে পড়ার সুযোগ থাকে। তারা ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে উপবৃত্তি পায়, বঞ্চিত হয় দরিদ্র শিক্ষার্থীরা। দেখা গেছে বর্তমানে যে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে তার ৭০ ভাগই পাচ্ছে বিত্তশালী পরিবারের সন্তানরা। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার বর্তমান নীতিমালায় পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। আগামী বছর থেকে পরিবর্তিত নীতিমালার আলোকে উপবৃত্তি বিতরণ করা হবে।

- অতিদরিদ্ররা বৃত্তি পাবে
- বাড়বে বৃত্তির অর্থ
- ৩০ ভাগ মেয়ে ও ১০ ভাগ ছেলে বৃত্তি পাবে

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ৩০ শতাংশ মেয়ে এবং ১০ শতাংশ ছেলেকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শুধু মেয়েদের উপবৃত্তি দেয়ার কারণে দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের স্কুলে উপস্থিতি কমে যাচ্ছিল। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার ছেলেদেরও বৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শিক্ষমন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী বছর থেকে যাতে অতি দরিদ্ররাই উপবৃত্তি পায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আগামী বছর থেকে শুধু অতি-দরিদ্ররা বৃত্তি পাবে। অতি দরিদ্রদের সংজ্ঞা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যে সব শিক্ষার্থীর পিতা বা অভিভাবক ৫০ শতকের কম ভূমির মালিক, বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকার নিচে, দুস্থ, অসহায়, শ্রেণী, উপার্জনে অসমর্থ বিকলাঙ্গ, নদী ভাঙ্গন কবলিত, বাস্তুহারা ও অস্বচ্ছল, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী যেমন রিকশা চালক, দিনমজুর-তারাই উপবৃত্তি পাবে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা এ বৃত্তির আওতায় পড়বে।

বর্তমানে সরকারি অর্থায়নে ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের (এফএসএসপি) মাধ্যমে ৩০২ টি উপজেলায় প্রতিবছর ১১৫ কোটি টাকার উপবৃত্তি বিতরণ করা হচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ২৫, সপ্তম শ্রেণীতে ৩০, অষ্টম শ্রেণীতে ৩৫, নবম ও দশম শ্রেণীতে ৬০ টাকা করে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। আগামী বছর থেকে বৃত্তির টাকা ৪ থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাব গৃহীত হলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২৫,

(১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মাধ্যমিকে উপবৃত্তি বিতরণে

(১৬শ পৃঃ পর)

সপ্তম শ্রেণীতে ১৩০, অষ্টম শ্রেণীতে ১৩৫, নবম ও দশম শ্রেণীতে বিষয় ভিত্তিক ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা বৃত্তি দেয়া হবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ছেলেদেরও বৃত্তি দেয়া হবে। এ কারণে প্রকল্পের নাম সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ট প্রজেক্ট করা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের পরিচালক আফজাল হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ এবং স্কুলে উপস্থিতি হার বাড়ানোর জন্য নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে যাতে প্রকৃত দরিদ্ররাই উপবৃত্তি পায় সে বিষয়টি বিবেচনা করে আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে নীতিমালা পরিবর্তন করা হচ্ছে।

এসইএসডিপি প্রকল্পের পরিচালক রতন কুমার রায় বলেন, শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ এবং স্কুলে উপস্থিতি হার বাড়ানোর জন্য শুধু মেয়েদের নয়, এসইএসডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৭ সাল থেকে ছেলেদেরও বৃত্তি দেয়া হচ্ছে।

উপবৃত্তির তিন প্রকল্প সমন্বয়ের পরিকল্পনা

বর্তমানে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ট প্রজেক্টের (এফ এসএসপি) মাধ্যমে ৩০২ টি, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) মাধ্যমে ৫৩ টি এবং সেকায়েফ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০২ টি উপজেলায় উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে এফএসএসপি প্রকল্প সরকারি অর্থায়নে, এসইএসডিপি প্রকল্প এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং সেকায়েফ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে। তিনটি প্রকল্পই বৃত্তি পাবার নীতিমালা পার্থক্য ছাড়াও শ্রেণী ভেদে অর্থ প্রদানের পরিমাণ ভিন্ন। এফএসএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণীতে দেওয়া হচ্ছে ২৫ টাকা, এসইএসডি প্রকল্পের আধীন উপজেলাগুলোতে দেয়া হচ্ছে ১২৫ টাকা, সেকায়েফ এর অধীন এলাকাগুলোতে দেয়া হচ্ছে ১০০ টাকা। এসইএসডিপি প্রকল্পে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১০ শতাংশ ছেলে এবং ৩০ শতাংশ মেয়ে উপবৃত্তি পাচ্ছে। এ প্রকল্পের নীতিমালায় অনুযায়ী অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তানরা বৃত্তি পাচ্ছে। এছাড়া নতুন প্রকল্প সেকায়েফ এর বৃত্তি পাবার ক্ষেত্রে কোন কোটা না থাকলেও দরিদ্র পরিবার বাছাই করে সেখানে উপবৃত্তি দেয়া হবে। এভাবে তিনটি প্রকল্প বৃত্তি প্রদানে তিন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তিনটি প্রকল্প সমন্বয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাপতি করে একটি কমিটি এ লক্ষ্যে কাজ করছে । মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) অধ্যাপক সিরাজুল হক বলেন, তিনটি প্রকল্প যাতে একীভূত হয়ে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ চলছে। আগামীতে এর পরিধি আরো বাড়বে বলে তিনি জানান।